যুগান্তর

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে না

লোটন একরাম

নানা কারণে দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছে না। খোদ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনই (ইউজিসি) এ অভিযোগ করেছে।

মানোন্নয়নে ইউজিসির ২৬ দফা

একই সঙ্গে কমিশন এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে— মঞ্জুরি কমিশন অ্যাক্ট সংশোধন, কমিশনের নাম পরিবর্তন করে উচ্চশিক্ষা কমিশন করা, পূর্ণ স্বাধীন সংস্থায় রূপ দেয়া, অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস, জনবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষিত করা, শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

বুধবার সংসদের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-এ উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রতিবেদন উত্থাপন করেন। প্রতিবেদনে কমিশন উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করে বেশকিছু সুপারিশ

লক্ষ্য : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

লক্ষ্য : উচ্চশিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। এসব সুপারিশের মধ্যে রয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আইনগতভাবে অধিকতর অর্থবহ, যুগোপযোগী ও কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার লক্ষ্যে মঞ্জুরি কমিশন অ্যাক্ট প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সার্কভুক্ত একাধিক দেশের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম পরিবর্তন করে উচ্চশিক্ষা কমিশন (হায়ার এডুকেশন কমিশন) করা এবং একে পূর্ণ স্বাধীন সংস্থায় রূপান্তর করার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা বিস্তারে একমাত্র শীর্ষ সংস্থা (অ্যাপেক্স বডি) হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস, জনবল বৃদ্ধি এবং এই জনবলকে দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

এতে বলা হয়েছে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় অপ্রতুল। এমনকি সার্কভুক্ত ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষকদের বেতন সীমিত। এ অবস্থা নিরসনের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি পৃথক ও উপযুক্ত বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।

শিক্ষকদের জন্য দেশ-বিদেশে এমফিল ও পিএইচডি বৃত্তি এবং পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য শিক্ষক ও গবেষকদের উৎসাহী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বুনিয়াদি, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তুলতে হবে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান মূল্যায়ন, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্তে ইতিমধ্যে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপনকৃত দুটি পৃথক অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের আও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক এমনকি আঞ্চলিক রেটিংয়েও আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (পাবলিক ও প্রাইভেট) অবস্থান আদৌ সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসি এবং সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের সুষ্ঠু বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক কৃচ্ছ্রসাধন করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, আর্থিক নীতিমালা ও বাজেট অনুযায়ী ব্যয় ও হিসাব পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটর করার জন্য প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটির আরও সচেতন হওয়া আবশ্যক। ওই অর্থ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত আর্থিক নীতিমালা ও বাজেট অনুসরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ/অনুষদ/ইন্সটিটিউট খোলা এবং বাজেট অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চলমান প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি/আপগ্রেডেশনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রণীত এবং সরকারের বরাবর পেশকৃত অভিন্ন নীতিমালার আও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের বিশ্বমানে উন্নীত করা ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং একই সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মেধাবী ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি ও চার্জ সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখা প্রয়োজন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও চাকরির শর্তাবলী বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

মানসম্পন্ন ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি/নিপীড়ন বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কয়েক বছর ধরে দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যার প্রবণতা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং সব মহলের জন্য তা বেদনাদায়ক এবং উৎকণ্ঠার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যা/আত্মহননের পথ থেকে শিক্ষার্থীকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন করা এবং একই সঙ্গে কাউন্সেলর/মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।